রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-১০

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১শে ভাদ্র ১৪০২ বাং/৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ ইং

এস, আর, ও, নং ১৫৭-আইন/৯৫/শা-১০/রায়-১/৯৫।—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথাঃ—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার নম্বর
১।	আই, আর, ও, কেস নং	৩২/৯১
২।	অভিযোগ মামলা নং	১৪৩/৯২
৩।	অভিযোগ মামলা নং	৭৩/৯২
৪।	আই, আর, ও, কেস নং	৩৮/৯৩
৫।	অভিযোগ মোকদ্দমা নং	৩১/৯৩
৬।	অভিযোগ মোকদ্দমা নং	৮০/৯৪
৭।	আই, আর, ও, মামলা নং	২৮/৯৪

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ নূরুল ইসলাম

উপ-সচিব (শ্রম)।

মূল্য : টাকা ৮.০০

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

শ্রম ভবন (৭ম তলা),

৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও, কেস নং-৩২/১৯৯১

শেখ সরাফ উদ্দিন,
পিতা মরহুম শেখ দোস্ত মোহাম্মদ,
গ্রাম ঃ লতিবাবাদ, উপজেলা ঃ কিশোরগঞ্জ,
জেলা ঃ কিশোরগঞ্জ।
ও
ফিটারমেট, ময়মনসিংহ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র,
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ— প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড,
পক্ষে—উহার চেয়ারম্যান,
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।

(২) আবাসিক প্রকৌশলী (নির্বাহী),
ময়মনসিংহ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র,
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ—প্রথম পক্ষ।

উপস্থিত ঃ আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আবদুর রব (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব মোঃ মহিউদ্দিন, (শ্রমিক পক্ষ) সদস্য।

রায়ের তারিখঃ ১৯-৬-৯৫ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন ময়মনসিংহ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রে ফিটারমেট পদে কর্মরত থাকাবস্থায় ইং ২৪-৪-৭৮ তারিখ তিনি তিন দিনের নৈমিত্তিক ছুটিতে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে ডাক্তার তাহাকে ১ (এক) মাসের পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিলে তিনি ডাক্তারের সার্টিফিকেটসহ ইং ২৭-৪-৭৮ তারিখ এক মাসের ছুটির দরখাস্ত করেন। উক্ত দরখাস্তটি সহকারী প্রকৌশলী (সেলস) ২ নং ২য়ঃ পক্ষের নিকট অগ্রগামী করেন। ইতিমধ্যে প্রথম পক্ষ মানসিকভাবে অসুস্থ হইয়া পড়িলে চিকিৎসক তাহাকে পাগল ঘোষণা করেন। তিনি ডাক্তারী সার্টিফিকেটসহ ইং ২৬-৫-৭৮ তারিখ ছুটি বর্ধিত করার জন্য একটি দরখাস্ত দাখিল করিলে সহকারী প্রকৌশলী উহা ২ নং ২য়ঃ পক্ষের নিকট অগ্রগামী করেন। ইং ৩০-৫-৭৮ তারিখ প্রথম পক্ষের স্ত্রী প্রথম পক্ষের বকেয়া বেতন, ছুটির বেতন ইত্যাদির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ উহা বিবেচনা না করায় ইং ৩০-৬-৭৮ তারিখ আরেকটি আবেদন পত্র প্রেরণ করা হয়। ইতিমধ্যে প্রথম পক্ষ সম্পূর্ণ পাগল হইয়া পড়িলে বিভিন্ন চিকিৎসক, ফকির কবিরাজের চিকিৎসা করিয়া ব্যর্থ হইলে তাহাকে

মানবিক হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পরে ইং ১৬-১২-৮৮ তারিখ প্রথম পক্ষকে তাহার চিকিৎসক মানবিক ও শারীরিকভাবে পূর্ণ সুস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন। প্রথম পক্ষ ইং ১৯-১২-৮৮ তারিখ ডাক্তারী সার্টিফিকেটসহ কাজে যোগদানের জন্য প্রার্থনা করেন। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে কাজে যোগদানের অনুমতি না দেওয়ায় প্রথম পক্ষের মৌখিক অনুরোধ ব্যর্থ হইলে তিনি ইং ৮-৮-৮৯, ইং ৩০-৮-৮৯, ইং ১২-৩-৯০ এবং ইং ২১-৭-৯০ তারিখ কাজে যোগদানের অনুমতি চাহিয়া দরখাস্ত দাখিল করেন। কিন্তু ২য়ঃ পক্ষ তাহাকে কাজে যোগদানের অনুমতি দেন নাই। প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত, ছাটাই বা টারমিনেট করা হয় নাই। তাই সুস্থ হওয়ার পর প্রথম পক্ষকে কাজ হইতে বিরত রাখা সম্পূর্ণ বে-আইনী বিধায় প্রথম পক্ষ বকেয়া ইনক্রিমেন্ট ও মজুরীসহ কাজে যোগদানের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ বা অধিকার নাই এবং মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না। আর মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। প্রথম পক্ষ ইং ২৪-২-৬৮ তারিখ ফিটারমেট পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে যোগদান করেন। চাকুরীতে যোগদানের পর হইতে বিভিন্ন সময় অনুমোদিত ছুটি ভোগ করেন। তাই মানবিক কারণে মৌখিকভাবে তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় ভবিষ্যতে অনুমতি ছাড়া ছুটি ভোগ না করার জন্য। প্রথম পক্ষ প্রথম হইতেই বিভাগীয় নিয়ম-শৃংখলা পালন করেন নাই এবং অবৈধভাবে কাজে অনুপস্থিত থাকিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাহাকে বার বার সতর্ক করিয়া দেওয়ার পরেও তাহার অভ্যাসের কোন পরিবর্তন হয় নাই। প্রথম পক্ষ ইং ২৪-৪-৭৮ তারিখ হইতে ইং ১৯-১১-৮৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ১০ বৎসর ৭ মাস ১৫ দিন বিনা অনুমতিতে অফিসের কাজ হইতে অনুপস্থিত ছিলেন। প্রথম পক্ষ বিগত ইং ১৯-১২-৮৮ তারিখে একখানা দরখাস্ত দাখিল করেন কাজে যোগদানের অনুমতি চাহিয়া। কিন্তু উক্ত দরখাস্তের সহিত কোন ডাক্তারী সার্টিফিকেট দাখিল করা হয় না। পরবর্তীতে ১৫ মাস পরে ২ (দুই) জন ডাক্তারের সার্টিফিকেটের ফটোকপি দাখিল করেন। প্রথম পক্ষ কাজে যোগদানের প্রথম দরখাস্ত দাখিলের পর ১৫ মাস আবার নিখোঁজ থাকেন এবং ডাক্তারী সার্টিফিকেটের মূল কপি চাওয়া সত্ত্বেও তিনি দাখিল করিতে ব্যর্থ হন। ১৫ মাস পরে ডাক্তারী সার্টিফিকেট দাখিল করার বিষয়টি তদন্তের জন্য প্রধান প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করা হইলে ইং ৪-৮-৯১ তারিখ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত তদন্ত কমিটির মেয়াদ ইং ২৬-১০-৯১ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। প্রথম পক্ষের কেইসটি কর্তৃপক্ষের বিচারাধীন রহিয়াছে আর প্রথম পক্ষের অননুমোদিত ছুটি ৯০ দিনের বেশী হইয়া যাওয়ায় বিষয়টি বোর্ডের সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করা হয়। শ্রম আইনের বিধান মতে কোন শ্রমিক ছুটি ছাড়া ১০ (দশ) দিনের বেশী অনুপস্থিত থাকিলে তিনি বরখাস্তযোগ্য শাস্তির অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচনা করা হয়। ৯০ দিনের বেশী অবৈধভাবে অনুপস্থিত থাকিলে তাহার যোগদান পত্র গ্রহণের ক্ষমতা শুধুমাত্র বোর্ড সংরক্ষণ করিয়া থাকে। ইং ১-৮-৭৫ তারিখ হইতে ইং ১২-৯-৭৫ তারিখ পর্যন্ত প্রথম পক্ষকে ১ (এক) মাস ১২ দিন ছুটি মঞ্জুর করা হয়। উহার পর ১৯৭৬ সনে কয়েকবার এবং ১৯৭৮ সনে ইং ২২-১ ৭৮ তারিখ হইতে ২২-২-৭৮ তারিখ পর্যন্ত প্রথম পক্ষ ছুটি দেন। উহার পর হইতে তিনি ১০ (দশ) বৎসর ৭ মাস ১৫ দিন অনুপস্থিত থাকেন। বিভাগীয় ডাক্তার থাকা সত্ত্বেও বাহিরের ডাক্তার দ্বারা প্রথম পক্ষের কথিত চিকিৎসা করার কোন কারণ থাকিতে পারে না। প্রথম পক্ষ ইং ১৯-১২-৮৮ তারিখ কাজে যোগদানের প্রার্থনা করার পূর্বে পর্যন্ত তিনি অসুস্থ ছিলেন তাহা কখনো দ্বিতীয় পক্ষকে জানান নাই। তাই তাহার অনুপস্থিত অসদাচরণের আওতায় পড়ে এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ বা অধিকার আছে কি ?

(২) প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য বিষয়ঃ ১ ও ২ঃ

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন ফিটারমেট পদে কর্মরত থাকাবস্থায় ইং ২৪-৪-৭৮ তারিখে নৈমিত্তিক ছুটিতে যান। ইহাও স্বীকৃত যে উপরোক্ত তারিখের পর হইতে ইং ১৯-১২-৮৮ তারিখ পর্যন্ত প্রথম পক্ষ কাজে অনুপস্থিত ছিলেন। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি ছুটিতে যাওয়ার পর মানসিকভাবে সম্পূর্ণ অসুস্থ হইয়া পড়িলে (পাগল) বিভিন্ন ডাক্তার ও কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করিয়া ব্যর্থ হওয়ার পর তাহাকে পাবনা মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং ১৬-১২-৮৮ তারিখ ডাক্তার তাহাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক কাজ করার উপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিলে তিনি ইং ১৯-১২-৮৮ তারিখ ডাক্তারী সনদপত্রসহ কাজে যোগদানের জন্য অনুমতি চাহিয়া দরখাস্ত দাখিল করেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষ চাকুরীর প্রথম হইতেই বিভিন্ন সময় অবৈধভাবে কাজে অনুপস্থিত থাকিতেন এবং তিনি কখনো অসুস্থ ছিলেন না এবং পাবনা মানসিক হাসপাতালেও চিকিৎসাধীন ছিলেন না।

প্রথম পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে প্রথম পক্ষ শেখ সরাফ উদ্দিন এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন। তিনি জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজ পত্র, প্রদর্শনী-১—৬ সিরিজ প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি বিভিন্ন তারিখে যোগদান পত্রের সহিত কোন ডাক্তারী সনদপত্র দাখিল করেন নাই এবং ইং ১২-৩-৯০ তারিখ তিনি ডাক্তারী সনদ পত্রের ফটোকপি দাখিল করেন। দ্বিতীয় পক্ষ হইতে তাহাকে এই মর্মে সাজেশন দেওয়া হয় যে, তিনি কখনো অসুস্থ ছিলেন না এবং পাবনা মানসিক হাসপাতালে কখনো চিকিৎসাধীন ছিলেন না। উক্ত বিষয় তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। দ্বিতীয় পক্ষ হইতে কোন স্বাক্ষী পরীক্ষা করা হয় নাই।

যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, মানসিক অসুস্থতার কারণেই প্রথম পক্ষ নৈমিত্তিক ছুটিতে যাইয়া দীর্ঘ ১০ বৎসরেরও বেশী সময় কাজে অনুপস্থিত থাকেন। কিন্তু তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ডাক্তারী সনদপত্রসহ কাজে যোগদানের অনুমতি চাহিয়া দরখাস্ত দাখিল করিলেও দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে কাজে যোগদান করিতে দেন নাই। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা টারমিনেট কিছুই করা হয় নাই এবং আইনানুযায়ী তিনি এখনো চাকুরীতে বহাল আছেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ ১০ (দশ) বৎসরেরও বেশী সময়ের পরে কাজে যোগদান করিতে আসেন। কিন্তু উহারও ১৫ মাস পরে তিনি ডাক্তারী সনদপত্র দাখিল করেন। উহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, ডাক্তারী সনদপত্রগুলি সঠিক ছিল না।

আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন ফিটারমেট পদে কর্মরত থাকাবস্থায় ইং ২৪-৪-৭৮ তারিখ নৈমিত্তিক ছুটিতে যান। ২য়ঃ পক্ষ তাহাদের লিখিত বর্ণনার ১৬(ঙ) নং দফায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, ডাক্তারী সনদপত্রসহ

ইং ১-৮-৭৫ তারিখ হইতে ইং ১২-৯-৭৫ তারিখ পর্যন্ত ১ (এক) মাস ১২ দিনের জন্য প্রথম পক্ষ ছুটির দরখাস্ত করিলে উহা মঞ্জুর করা হয়। অতঃপর ১৯৭৬ সনে কয়েকবার এবং ১৯৭৮ সনে ইং ২২-১-৭৮ তারিখ হইতে ইং ২২-২-৭৮ তারিখ পর্যন্ত প্রথম পক্ষ ছুটি নেন। উহার পর হইতেই প্রথম পক্ষ দীর্ঘ ১০ বৎসরেরও বেশী অর্থাৎ ১০ বৎসর ৭ মাস ১৫ দিন কাজে অনুপস্থিত থাকেন। প্রথম পক্ষ যে মানষিকভাবে অসুস্থ হইয়া পাবনা মানষিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন উহার সমর্থনে ডাক্তারী প্রতিবেদন, প্রদর্শনী-৪ দাখিল করেন। প্রথম পক্ষ যে বিভিন্ন সময় ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিলেন উহার সমর্থনে দরখাস্তগুলি, প্রদর্শনী-১-৩ দাখিল করেন। আর কাজে যোগদানের জন্য যে দরখাস্ত করেন উহার সমর্থনেও তিনি, প্রদর্শনী-৬ সিরিজ দাখিল করেন। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে ডিসমিস, টারমিনেট কোন কিছুই করা হয় নাই। আর প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে যে তদন্ত চলিতেছে এমন কোন প্রমাণও দ্বিতীয় পক্ষ দিতে পারেন নাই। প্রথম পক্ষকে অদ্যাবধি চাকুরী হইতে ডিসমিস বা ডিসচার্জ বা টারমিনেট কোন কিছুই করা হয় নাই বিধায় তিনি এখনও চাকুরীতে আছেন বলিয়াই গণ্য করা যাইতে পারে। তাই কাজে যোগদানের অনুমতি চাহিয়া তিনি যে বার বার দরখাস্ত দিয়াছেন উহা বিবেচনা না করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই। যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া নেওয়া হয় যে প্রথম পক্ষ দীর্ঘ ১০ বৎসরেরও বেশী সময় মানষিকভাবে অসুস্থ ছিলেন না তবুও ইতিমধ্যে তাহাকে বরখাস্ত বা ডিসচার্জ বা টারমিনেট করা হয় নাই বিধায় তাহার যোগদান পত্র অগ্রাহ্য করিবার যুক্তিসংগত কোন কারণ নাই। তবে প্রথম পক্ষ বকেয়া ইনক্রিমেন্ট ও মজুরীসহ কাজে যোগদানের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম পক্ষের ছুটি পাওনা না থাকিলে তিনি তাহার অনুপস্থিত কালের কোন মজুরী পাইতে পারেন না।

আর প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ থাকিলে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করায় কোন বাধা নাই। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষকে বকেয়া মজুরীসহ (যদি পাওনা থাকে) কাজে যোগদানের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার যুক্তিসংগত কারণ এবং অধিকার আছে এবং তিনি উপরের আলোচনার আলোকে তাহার প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাইতে পারেন।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাঁহারাও একই মত পোষণ করেন।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে বকেয়া মজুরীসহ (যদি পাওনা থাকে) কাজে যোগদানের অনুমতি প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

আবদুর রব মিয়া

চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখ, ১৯-৬-৯৫

অভিযোগ মামলা নং-১৪৩/১৯৯২

আলী আহমেদ,
পিতা জনাব আলী আজম,
৬/১৭, আগা সাদেক রোড,
ঢাকা।

প্রথম পক্ষ।

বনাম

মহাব্যবস্থাপক,
করিম জুট মিলস লিঃ,
করিম এভিনিউ, ডেমরা,.
ঢাকা।

দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিত : আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ, সদস্য (মালিক পক্ষ)।
জনাব মঞ্জুরুল আহসান, সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখঃ ৯-৫-৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন ১৯৭২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে নিয়োগ লাভ করিয়া অত্যান্ত সততা ও দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। তাহার সর্বশেষ মাসিক মোট মজুরীছিল ২,৯০০/০০ টাকা। প্রথম পক্ষ তাহার স্ত্রীর ডেলিভারীজনিত অসুস্থতার কারণে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট নির্ধারিত ফরমে ছুটির আবেদন করিলে উর্ধতন কর্মকর্তা ছুটি মঞ্জুর না করিয়া প্রথম পক্ষকে গালাগালি করেন এবং দরখাস্ত ছিঁড়িয়া ফেলেন। পরবর্তীতে ইং ১৭-৮-৯২ তারিখ আবারও ছুটির দরখাস্ত দাখিল করিলে উহাও ছিঁড়িয়া ফেলা হয়।ইং ৮-৯-৯২ তারিখ তাহারমেয়ে গুরুত্বর অসুস্থ হইয়া পড়িলে তিনি ঐদিন এবং ইং ৯-৯-৯২ তারিখ অফিসে যাইতে পারেন নাই। ইং১০-৯-৯২ তারিখ সরকারী ছুটির দিন ছিল এবং ইং ১১-৯-৯২ তারিখ সাপ্তাহিক ছুটি ছিল। তাইতিনি ইং ১২-৯-৯২ তারিখ অফিসে উপস্থিত হইয়া ইং ৮-৯-৯২ ও ইং ৯-৯-৯২ তারিখ দুই দিনের ছুটির দরখাস্ত করেন এবং উহা মঞ্জুর হয়। কিন্তু ইং ১৩-৯-৯২ তারিখ প্রথম পক্ষ কাজে গেলে দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে কাজ করা হইতে বিরত রাখেন এবং হাজিরা খাতায় অনুপস্থিত দেখান। এমনকি ইং ১২-৯-৯২ তারিখেও হাজিরা খাতায় অনুপস্থিত দেখান। উহার পরেও প্রথম পক্ষ কাজ করার উদ্দেশ্যে অফিসে যান কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহাকে কাজ করিতে না দিয়া ইং ২১-৯-৯২ তারিখ তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ নামা জারী করেন। ইং ১৩-৯-৯২ তারিখ হইতে অনুপস্থিত দেখাইলেও ইং ২১-৯-৯২ তারিখ পর্যন্ত তাহারঅনুপস্থিতির মেয়াদ হয় মাত্র ৯ দিন। তাই অভিযোগটি সম্পূর্ণ বে-আইনী হইয়াছে। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষ একটি তদন্তের ব্যবস্থা করিলেও প্রকৃত পক্ষে কোন তদন্ত হয় নাই এবং প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ প্রদান করা হয় নাই। শুধু প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে কোন গুরুতর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না মর্মে আশ্বাস প্রদান করিয়া প্রথম পক্ষের একটি দস্তখত নেওয়া হইয়াছে। অতপরঃ প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে

বরখাস্ত করা হয় এবং তিনি ইং ২৮-১০-৯২ তারিখ বরখাস্ত পত্রটি পান। প্রথম পক্ষ ৫-১১-৯২ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের বরাবরে রেজিস্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করিলেও দ্বিতীয় পক্ষ উহার কোন সুরাহা করেন নাই। তাই বকেয়া মজুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করা হয়।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না এবং এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ নাই। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। প্রথম পক্ষের চাকুরীর শুরু থেকেই বার বার কর্তব্য কাজে অবহেলা উর্দ্ধতন কর্মকর্তার সহিত দুর্ব্যবহার এবং বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকিয়াছেন। তাহাকে ইং ১-৭-৮৪ তারিখসহ বিভিন্ন সময় কারণ দর্শানো, অভিযোগ পত্র প্রদান এবং মৌখিক ভাবে সতর্ক করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার অভ্যাসের কোন পরিবর্তন হয় নাই। প্রথম পক্ষ ইং ১৪-৭-৯২ তারিখ হইতে ১৬-৭-৯২ তারিখ পর্যন্ত ছুটি নিয়াছিলেন তাহার স্ত্রীর অসুখের কথা বলিয়া এবং ৩০-৭-৯২ তারিখ ছুটি নিয়াছিলেন তাহার মেয়ের অসুখের কথা বলিয়া। এই ভাবে প্রথম পক্ষ বিভিন্ন অজুহাত দেখাইয়া বার বার অফিসে অনুপস্থিত থাকিয়াছেন। প্রথম পক্ষ ইং ৮-৯-৯২ তারিখ হইতে ইং ২৪-১০-৯২ তারিখ পর্যন্ত অফিসে অনুপস্থিত থাকেন। প্রথম পক্ষকে কাজে যোগদান করিতে না দেওয়ার অভিযোগ মিথ্যা, বানোয়াট। ইং ১৬-৯-৯২ তারিখ জনাব মজনু মিয়ার দ্বারা কাজে যোগদানের জন্য তাহার বাসায় খবর দেওয়া হয়। কিন্তু প্রথম পক্ষ কাজে যোগদান না করিয়া মজনু মিয়ার সাথে খারাপ আচরণ করেন। প্রথম পক্ষ ইং ১৫-১০-৯২ তারিখ জেরার জবাবে স্বীকার করেন যে, তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি জনাব মোঃ ফজলুল হক, সহঃ সমন্বয় কর্মকর্তা (কল্যাণ) দ্বারা তদন্ত করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা আইনানুযায়ী তদন্ত করেন এবং প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ প্রদান করেন। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে তাহার চাকরীর পূর্ব খতিয়ান পর্যালোচনা করা হইয়াছে। আর প্রথম পক্ষের দাখিলী অনুযোগ পত্র বিবেচনা করার কোন কিছু না থাকায় উহা বিবেচনা করা হয় নাই। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে বা অন্য কোন প্রতিকার পাইতে পারে কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন ১৯৭২ সনের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। ইহাও স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে ইং ২১-৯-৯২ তারিখ অবৈধভাবে ইং ৮-৯-৯২ তারিখ হইতে কাজে অনুপস্থিত থাকার জন্য অভিযোগনামা, প্রদর্শনী-১ প্রদান করিয়া তাহাকে কারণ দর্শাইতে বলা হয়। কিন্তু তিনি কোন কারণ দর্শান নাই। তাই তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া প্রথম পক্ষকে ইং ২৭-১০-৯২ তারিখের বরখাস্তপত্র, প্রদর্শনী-২ দ্বারা চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি ইং ২-৮-৯২ তারিখ ও ইং ১৭-৮-৯২ তারিখ তাহার স্ত্রীর ডেলিভারী জনিত অসুস্থতার কারণে ছুটির দরখাস্ত করিলে উহা উর্ধতন কর্মকর্তা ছিঁড়িয়া ফেলেন। আর ইং ৮-৯-৯২ তারিখ ও ইং ৯-৯-৯২ তারিখ প্রথম পক্ষ তাহার মেয়ের অসুস্থতার জন্য অফিসে যাইতে পারেন নাই এবং ইং ১০-৯-৯২ ও ইং ১১-৯-৯২ তারিখ সরকারী ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটির দিন থাকায় তিনি ইং ১২-৯-৯২ তারিখ অফিসে যাইয়া যথারীতি কাজ করেন এবং ইং ৮-৯-৯২ তারিখ ও ইং ৯-৯-৯২ তারিখ দুই দিনের জন্য ছুটির দরখাস্ত দাখিল করিলে উহা মঞ্জুর হয়। কিন্তু ইং ১৩-৯-৯২ তারিখ অফিসে কাজ করিতে গেলে তাহাকে কাজ হইতে বিরত রাখা হয় এবং ইং ২১-৯-৯২ তারিখ তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ নামা প্রণয়ন করা হয়।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষ বিনাঅনুমতিতে ইং ৮-৯-৯২ তারিখ হইতে কাজে অনুপস্থিত থাকেন এবং সে কারণে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা তৈরী করা হয়। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা প্রমাণ করার দায়িত্ব প্রথম পক্ষের উপর ন্যস্ত। প্রথম পক্ষ তাহার মোকদ্দমার সমর্থনে তিনি নিজে এই মোকদ্দমার জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-১—৪ প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, অফিসার সাত্তার সাহেব তাহার দরখাস্ত ছিঁড়িয়া ফেলেন এবং তাহাকে গালাগালি করিলেও তিনি উহা ম্যানেজার সাহেবকে বলেন নাই। আর তাহাকে কাজ করিতে না দেওয়ার বিষয়ও তিনি ম্যানেজার বা উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানান নাই। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তিনি যে ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিলেন উহার কপি তাহার নিকট নাই। প্রথম পক্ষ আরও স্বীকার করেন যে, তদন্ত বিবরণীতে সমস্ত দস্তখত তাহার নয়, শুধু প্রথম তিনটা দস্তখত ছাড়া। প্রথম পক্ষ আরজীতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহার বিরুদ্ধে কোন গুরুতর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না মর্মে আশ্বাস প্রদান করিয়া তদন্ত কর্মকর্তা তাহার একটি দস্তখত নেন। অথচ জেরার সময় তিনি তদন্ত বিবরণীর প্রথম তিনটা দস্তখত তাহার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহাছাড়া তদন্ত বিবরণী প্রদর্শনী-(খ) সিরিজ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, উক্ত তদন্ত বিবরণীতে তাহার সমস্ত দস্তখতগুলি একই প্রকৃতির। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রথম পক্ষকে জেরার করার সময় পরিষ্কারভাবে তিনি তাহার দোষ স্বীকার করিয়াছেন। আর ইং ৮-৯-৯২ তারিখ ও ইং ৯-৯-৯২ তারিখ তাহাকে দুইদিনের ছুটি মঞ্জুর করা হইয়াছিল উহার কোন প্রমাণ প্রথম পক্ষ দিতে পারেন নাই। তদন্ত প্রতিবেদন এবং তদন্ত বিবরণী, প্রদর্শনী-ক ও খ পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, সেখানে বে-আইনীর কিছু নাই। তা'ছাড়া প্রথম পক্ষকে কাজে যোগদান করার জন্য জনাব মজনু মিয়ার দ্বারা তাহাকে খবর দিবার বিষয়টিও জেরার সময় প্রথম পক্ষ স্বীকার করিয়াছেন।

যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, ইং ১৩-৯-৯২ তারিখ হইতে ইং ২১-৯-৯২ তারিখ পর্যন্ত প্রথম পক্ষ মোট নয় দিন কাজে অনুপস্থিত থাকেন বিধায় শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭(৩)(খ) ধারার বিধানমতে অভিযোগটি বে-আইনী। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, উপরোক্ত আইনের ১৮(৬) ধারার বিধানেও পালন করা হয় নাই। কিন্তু প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, প্রদর্শনী-১ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে ইং ৮-৯-৯২ তারিখ হইতে কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কথা বলা হইয়াছে। তাই উক্ত তারিখ হইতে ইং ২১-৯-৯২ তারিখ পর্যন্ত ১০ দিনের বেশী কাজে অনুপস্থিত থাকার কথা বলা হইয়াছে বিধায় শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৭(৩)(ঘ) ধারার বিধান মতে অভিযোগনামা প্রণয়ন করা হইয়াছে। উহাতে বে-আইনীর কিছু নাই। আর বরখাস্ত পত্র, প্রদর্শনী-২ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে চাকরী হইতে বরখাস্ত করার পূর্বে তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করা হইয়াছে। তাই কোনভাবেই বলা যায় না যে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৮(৬) ধারার বিধান পালন করা হয় নাই।

আর দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষী জেরার সময় নির্দিষ্টভাবে প্রথম পক্ষ কর্তৃক দেওয়া সাজেশন অস্বীকার না করিলেও তিনি কোন কিছু স্বীকার করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী যুক্তিতর্ককালীন সময় বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ তদন্তের সময় তাহার দোষ স্বীকার করিয়াছেন এবং তদন্তের সময় তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। আর গুরুদন্ড প্রদানের পূর্বে প্রথম পক্ষের অতীত চাকুরীর খতিয়ানও পর্যালোচনা করা হইয়াছে। আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে হইলে প্রথম পক্ষকে নিজ মোকদ্দমা প্রমাণ করিতে হইবে। কিন্তু উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ তাহার মোকদ্দমা প্রমাণ করিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন। কিন্তু স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন প্রায় ২১ বৎসর কাজ করিয়াছেন এবং তাহার বিরুদ্ধে শুধু ইং ৮-৯-৯২ তারিখ হইতে কর্তৃপক্ষের বিনাঅনুমতিতে অবৈধভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার জন্য ইং ২১-৯-৯২ তারিখ অভিযোগনামা প্রণয়ন করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে শুধু বিনা অনুমতিতে মাত্র ১৩/১৪ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ আনা হইয়াছে এবং সেই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্তের মত গুরুদণ্ড প্রদান করা হইয়াছে। একজন কর্মচারীকে ২১ বৎসর চাকুরী করার পরে শুধু বিনা অনুমতিতে ১৩/১৪ দিন কাজে অনুপস্থিত থাকার কারণে কোনরূপ আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান না করিয়া বরখাস্ত করার আদেশটি অমানবিক হইয়াছে। তাই উক্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া মানবিক কারণে তাহার বরখাস্তের আদেশটি টারমিনেশনের আদেশে রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে টারমিনেশনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা যাইতে পারে।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা কোন লিখিত মতামত দাখিল করেন নাই।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর হইল। প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইং ২৭-১০-৯২ তারিখের বরখাস্তের আদেশটি টারমিনেশনের আদেশে রূপান্তরিত করিয়া অদ্য হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে টারমিনেশনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৭৩/১৯৯২

মোঃ সোলাইমান গাজী,
পিতা মোঃ ঈমান গাজী,
গ্রাম ও পোঃ গোবিন্দিয়া,
উপজেলা+জেলা চাঁদপুর— প্রথম পক্ষ।

— বনাম

(১) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন,
প্রতিনিধিত্বে ইহার চেয়ারম্যান,
২৪/২৫, দিলকুশা, বা/এ, ঢাকা।

(২) সচিব,
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন,
২৪/২৫, দিলকুশা, বা/এ, ঢাকা।

(৩) ব্যবস্থাপক,
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন,
মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কেন্দ্র,
বিগরাজ, মংগলা, বাগেরহাট—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত: আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ, সদস্য (মালিক পক্ষ)।
জনাব মঞ্জুরুল আহসান, সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখঃ ৮-৫-১৯৯৫ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে নিরাপত্তা পরিদর্শক হিসাবে ২১-১১-৮২ ইং তারিখ যোগদান করিয়া চট্টগ্রামে সততা ও ন্যায় পরায়ণতার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন। প্রথম পক্ষ কিছু প্রাপ্য পাওনা হইতে বঞ্চিত হওয়ার কারণে দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম শ্রম আদালতে পি. ডব্লিউ ৭/৮৭ নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করিয়া জয় লাভ করেন। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে ২/৯০ নম্বর আপীল মোকদ্দমা দায়ের করিলেও শ্রম আদালতের রায় বহাল থাকে। দ্বিতীয় পক্ষ উহাতে মনক্ষুন্ন হইয়া প্রথম পক্ষকে চট্টগ্রাম হইতে মংলায় বদলী করেন। ৩নং দ্বিতীয় পক্ষ ২৪-২-৯১ ইং তারিখ ২/৯০ নম্বর আপীল মোকদ্দমা খারিজ হওয়ার পর ২৪-৩-৯১ ইং তারিখ মিথ্যা অজুহাতে প্রথম পক্ষকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন এবং তাহার বিরুদ্ধে ২৪-৩-৯১ ইং তারিখ মংগলা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ৩নং দ্বিতীয় পক্ষ ২৩-৪-৯১ ইং তারিখ প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে চুরির মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া অভিযোগ পত্র প্রণয়ন করেন। উক্ত অভিযোগ পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, ১৫-৩-৯১ ইং তারিখ রাত ১২টার পর চুরির ঘটনাটি সংগঠিত হইলেও ৩নং দ্বিতীয় পক্ষ ২৩-৩-৯১ ইং তারিখ উক্ত বিষয় জানিতে পারেন। প্রথম পক্ষ ১৫-৩-৯১ ইং তারিখ রাত্রে ডিউটিতে ছিলেন বিধায় তাহাকে চুরির ঘটনায় সন্দেহে করিয়া অভিযোগ আনয়ন করেন। প্রথম পক্ষ ২৫-৪-৯১ ইং তারিখ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করেন। তিনি জবাবে উল্লেখ করেন যে, কথিত চুরির মালামাল যে গোডাউনে ছিল উহার চাবি ষ্টোর অফিসারের নিকট থাকিত এবং প্রকৃতপক্ষে কবে চুরি হইয়াছিল তাহা কেহই বলিতে পারেন না। প্রথম পক্ষের ডিউটি ছিল ১নং গেইট হইতে ২নং গেইট পর্যন্ত পরিদর্শন করা যাহার দূরত্ব অনুমান ১ কিলোমিটার। তাছাড়া নিরাপত্তা প্রহরী স্বয়ং চুরির সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করিয়াছে বিধায় প্রথম পক্ষকে সন্দেহ করার অবকাশ নাই। প্রথম পক্ষের জবাবে সন্তোষ্ট না হইয়া ২নং দ্বিতীয় পক্ষ ৮-৪-৯১ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে দুই সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। উক্ত তদন্ত কমিটি ১৬-৫-৯১ ইং তারিখ বেলা ১০টার সময় প্রথম পক্ষকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। প্রথম পক্ষ যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য প্রদান করেন এবং অভিযোগ অস্বীকার করেন। তদন্তে অভিযোগকারীর পক্ষে ৩ জন স্বাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইলেও ষ্টোর অফিসার, চা দোকানদার প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে কিছুই

বলেন নাই। প্রকৃতপক্ষে, তদন্তে কথিত চুরির ঘটনা আদৌ প্রমাণিত হয় নাই। ফৌজদারী মোকদ্দমায় প্রথম পক্ষকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪১(ক) ধারা বিধানমতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে। ফৌজদারী মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার পরে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করেন নাই। তদন্তে যদিও অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই কিন্তু তৎসত্ত্বেও তদন্ত কমিটি মিথ্যা প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রথম পক্ষকে ১৩-৪-৯২ ইং তারিখ চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। প্রথম পক্ষ উক্ত বেআইনী বরখাস্ত আদেশে ক্ষুব্ধ হইয়া ২৫-৪-৯২ ইং তারিখ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে ১ নং দ্বিতীয় পক্ষের নিকট অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ ৩-৫-৯২ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে অনুযোগ পত্রের প্রতিকার করিতে অস্বীকার করেন। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষ বকেয়া বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়া এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে,, প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ বা অধিকার নাই এবং মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকায় তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ নামা প্রণয়ন করা হয়। প্রথম পক্ষের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ার কথা সত্য নয়। তদন্তে প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে। তদন্তে প্রথম পক্ষকে দোষী সাব্যস্থ হইলে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলী অনুযোগ পত্র বিবেচনা করার মত কোন কিছু না থাকায় উহা বিবেচনা করা হয় নাই। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমাটি খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ বা অধিকার আছে কি?
(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে বা অন্য কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য বিষয় ১ ও ২ঃ

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। যুক্তিতর্ককালীন সময়ে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ শ্রমিক নন এবং তিনি শ্রমিকের কাজের তদারকি করেন বিধায় তাহার এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ বা অধিকার নাই। অপর দিকে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষ একজন শ্রমিক এবং শ্রমিক

হিসাবে তিনি চট্টগ্রাম শ্রম আদালতে ৭/৮৭ নম্বর পি, ডব্লিউ কেস দায়ের করিয়া জয় লাভ করেন। তাই প্রথম পক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত এই মোকদ্দমা আইনতঃ চলিতে কোন বাধা নাই। দ্বিতীয় পক্ষ তাহাদের জবাবে কোথাও উল্লেখ করেন নাই যে, প্রথম পক্ষ শ্রমিক নন। তা'ছাড়া স্বীকৃতমতে চট্টগ্রাম শ্রম আদালতে একজন শ্রমিক হিসাবেই প্রথম পক্ষ ৭/৮৭ নম্বর পি, ডব্লিউ কেস দায়ের করিয়া জয় লাভ করিয়াছেন। তাই প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলী এই মোকদ্দমা আইনতঃ চলিতে কোন বাধা নাই।

. প্রথম পক্ষের নির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, তিনি দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে পি, ডব্লিউ মোকদ্দমা দায়ের করিয়া জয় লাভ করার কারণে দ্বিতীয় পক্ষ ক্ষুব্ধ হইয়া তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা চুরির অভিযোগ প্রণয়ন করে এবং তদন্ত প্রহসন করিয়া তাহাকে অন্যায় ও বেআইনীভাবে চাকুরী হইতে ডিসমিস করা হয়। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন চট্টগ্রাম শ্রম আদালতে পি, ডব্লিউ মোকদ্দমা দায়ের করিয়া জয় লাভ করেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ উহার বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিয়াও হারিয়া যান। উক্ত ২/৯০ নম্বর আপীল মোকদ্দমার রায়ের সত্যায়িত অনুলিপি, প্রদর্শনী-১ চিহ্নিত হইয়াছে। স্বীকৃত মতে, ২৫-৩-৯১ তারিখের পত্র, প্রদর্শনী-২ দ্বারা প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং তাহার বিরুদ্ধে ২৩-৪-৯১ ইং তারিখ চার্জসীট, প্রদর্শনী-৩ তৈরী করা হয়। প্রথম পক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব, প্রদর্শনী-৪ দাখিল করেন। প্রথম পক্ষের জবাবে সন্তোষ্ট না হইয়া তাহার বিরুদ্ধে পরবর্তীতে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং তদন্ত কমিটি তাহাকে তদন্তে হাজির হইবার জন্য ২টা তদন্তের নোটিশ, প্রদর্শনী-৫ সিরিজ প্রদান করেন। ইহাও স্বীকৃত যে, ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পর ১০-৩-৯২ ইং তারিখের পত্র, প্রদর্শনী-৬ দ্বারা প্রথম পক্ষের সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। পরে ১৩-৪-৯২ ইং তারিখের পত্র, প্রদর্শনী-৭ দ্বারা প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রথম পক্ষ কর্তৃক অনুযোগ পত্র দাখিল করা হইলেও দ্বিতীয় পক্ষ উহা বিবেচনা করেন নাই।

প্রথম পক্ষ তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজ পত্র, প্রদর্শনী-১—৯ প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তাহার বিরুদ্ধে ২১-৯-৯০ ইং তারিখ এবং ১৭-৪-৯০ ইং তারিখ অভিযোগ আনয়ন করা হয়। জেরার সময় তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তদন্তে তিনি কোন স্বাক্ষী প্রদান করেন নাই এবং বাদী পক্ষের স্বাক্ষীদের জেরা করিয়াছেন। বিবাদীকে জেরা করিতে দেওয়া হয় নাই। বাদী পক্ষের স্বাক্ষীদের জেরা করিতে দেওয়া সত্ত্বেও বাদীকে জেরা করিতে না দেওয়ার গল্প বিশ্বাস-যোগ্য নয়। তা'ছাড়া তদন্ত কার্যক্রম, প্রদর্শনী-১ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ বাদীকে জেরা করিয়াছেন। বাদী তাহার দরখাস্তের ৫ দফায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহার বিরুদ্ধে ২৩-৪-৯১, ইং তারিখ চুরির ব্যাপারে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া একটি অভিযোগ পত্র তৈরী করা হয়। তিনি তাহার জবানবন্দিতেও বলিয়াছেন যে, তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা চুরির অভিযোগে অভিযোগ, প্রদর্শনী-৩, গঠন করা হয়। কিন্তু চার্জসীট, প্রদর্শনী-৩ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা হয় নাই। তাহার বিরুদ্ধে কর্তব্য কাজে চরম অবহেলা প্রদর্শন ও গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ আনা হইয়াছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার তদন্ত প্রতি-

বেদন, প্রদর্শনী-খ এ প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ হওয়ার বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। আর স্বীকৃতমতে, তদন্তের সময় প্রথম পক্ষ উপস্থিত ছিলেন এবং তাহাকে ও অন্যান্য স্বাক্ষীদের তদন্ত কমিটি পরীক্ষা করিয়াছেন। আর প্রথম পক্ষ নিজে অভিযোগকারী পক্ষের স্বাক্ষীদের জেরা করিয়াছেন। তদন্ত প্রতিবেদন বা তদন্ত কার্যক্রম, প্রদর্শনী-ক পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, সেখানে বেআইনী কিছু নাই এবং তদন্ত কমিটি প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়া নিরপেক্ষ তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন এবং উক্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়াই প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে ডিসমিস করা হইয়াছে। শ্রম আইন মোকদ্দমার ২০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ১৪৪/১৯৮৬ নম্বর রীট পিটিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে বিভাগীয় তদন্ত আইনানুযায়ী হইয়াছে কিনা শুধু তাহাই দেখার অধিকার অত্র আদালতের আছে।

In that case their lordships have observed—

> "The Labour Court is not competent to act as a Court of appeal but only to examine whether the proceedings of the departmental enquiry is conducted in accordance with law namely the accused had been given a fair opportunity to defend himself to produce his witnesses and a chance to cross examine the witnesses."

স্বীকৃতমতে, প্রথম পক্ষ ফৌজদারী মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন এবং উক্ত অব্যাহতির পরে তাহার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। উক্ত সাময়িক বরখাস্ত প্রত্যাহারের আদেশ, প্রদর্শনী-৬ হইতে দেখা যায় যে, তাহাকে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করিয়া চাকরীতে পুনর্বহাল করা হইলেও তাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি উক্ত মামলা হইতে অব্যাহতি পাইবেন না এবং উহার কার্যকারিতা অব্যাহত থাকিবে। তাই পরবর্তীতে তিনি বিভাগীয় মামলায় দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন বিধায় তাহাকে চাকরী হইতে ডিসমিস করা হইয়াছে। তাই উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনামতে বা অন্য কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য লিখিত কোন মতামত প্রদান করেন নাই। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য প্রথম পক্ষকে বকেয়া বেতন ও সুযোগ-সুবিধাসহ কাজে পুনর্বহাল করার স্বপক্ষে লিখিত মতামত দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, অত্র আদালতের এখতিয়ার বিভাগীয় তদন্ত আইনানুযায়ী হইয়াছে কিনা এবং তদন্তের সময় প্রথম পক্ষকে আত্ম পক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছে কিনা শুধু উহার মধ্যেই সীমিত। তাই বিভাগীয় তদন্ত আইনানুযায়ী হইয়াছে বিধায় ও প্রথম পক্ষকে তদন্তের সময় আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করায় তাহাকে এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার প্রদান করার কোন সুযোগ নাই।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় ডিসমিস হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
তারিখঃ ৮-৫-৯৫

আই, আর, ও, কেস নং ০৮/৯০

আবদুল জব্বার,
উচ্চতর গুদাম রক্ষক,
বি. এ. ডি. সি.
এম. ভি জাইতুন অয়েল ভেসেল
নারায়ণগঞ্জ— বাদী।

বনাম

(১) সহকারী প্রকৌশলী,
বি. এ. ডি. সি.
নারায়ণগঞ্জ জোন,
১৬৯, বি বি রোড, নারায়ণগঞ্জ,
জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ।

(২) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন,
ইহার পক্ষে চেয়ারম্যান, কৃষি ভবন,
দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা— বিবাদীদ্বয়।

উপস্থিত ঃ আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ) চেয়ারম্যান।
জনাব আবদুর রব, সদস্য (মালিক পক্ষ)।
জনাব মোঃ মহিউদ্দিন, সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখ ঃ ২৬-৬-৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে বাদী পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, বাদী প্রায় ২০ বৎসর যাবত বিবাদীদের অধীন গুদাম রক্ষক হিসাবে অত্যন্ত দক্ষতা ও সততার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছিল। তাহার মাসিক বেতন ৪,০০০ টাকা। ১৭-১-৮৯ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে বিবাদী পক্ষের শিবালয় ইউনিট গুদামের খুচরা যন্ত্রাংশের মালামাল যাচাইয়ের জন্য উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং বাদীকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য কপি প্রদান করা হয়। উক্ত গুদাম যাচাইকালে বাদী প্রকৃত দোষী সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিসার ও দারোয়ান আঃ হাইকে মালামাল চুরি করার জন্য দায়ী করিলেও কোন কাজ হয় নাই। ২-২-৮৯ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে সহকারী প্রকৌশলী (সেচ), মানিকগঞ্জ মিথ্যা অজুহাতে বাদীকে কৈফিয়ত তলব করেন। উক্ত পত্রে শিবালয় ইউনিটের মালামাল ঘাটতির জন্য বাদীকে দায়ী করা হয়। কিন্তু সেখানে ঘাটতি মালের পরিমাণ এবং বাদীর অপরাধ সম্মন্ধে নির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা হয় নাই। বাদী ১২-২-৮৯ ইং তারিখ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করিলেও কর্তৃপক্ষ প্রকৃত অপরাধীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেন নাই। তৎপর কোন তদন্ত না করিয়া এবং দোষী ব্যক্তিদের কোন রূপ শাস্তির ব্যবস্থা না করিয়া বাদীকে ৬০ শতাংশ ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য ৭-৮-৮৯ ইং তারিখ পত্র দেন। কিন্তু উক্ত পত্রে কত টাকার ক্ষতি হইয়াছে সে সম্বন্ধে কোন কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই। উপরোক্ত শাস্তির আদেশ বাতিলের জন্য বাদী বার বার কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেন এবং সর্বশেষ ১২-৭-৯১ ইং তারিখ আবেদন করিলেও কোন কাজ হয় নাই। ২৯-৭-৯০ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে অবৈধভাবে

বাদী ও আঃ হাইয়ের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৮০,০০০ (আশি হাজার) টাকা কর্তন করিবার নির্দেশ প্রদান করা হয়। বাদী ১১-৮-৯০ ইং তারিখ উক্ত পত্র প্রত্যাহারের আবেদন করিলেও কোন ফল হয় না। অতঃপর ২০-১-৯১ ইং তারিখরে পত্রের মাধ্যমে ২,৭৮,৯১৪·৫০ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য বাদীকে পত্র দেওয়া হয় এবং টাকা জমা না দিলে বাদীকে নির্যাতন-সহ বরখাস্ত করার হুমকি দেওয়া হয়। তাই বাদী বাধ্য হইয়া ৪৪,৪০০ টাকা বিবাদী সংস্থায় জমা দেন। পুনরায় ১৯-১১-৯১ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে ১,২২,৯১৬·৭০ টাকা জমা দিবার জন্য বাদীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। ১২-৪-৯৩ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমেও বাদীকে উপরোক্ত টাকা জমা দিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কোন নিরপেক্ষ তদন্ত হয় নাই এবং বাদীর উপস্থিতিতে বিবাদী পক্ষের কোন স্বাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করা হয় নাই। আর বাদীর উপস্থিতিতে গুদামের মালামালও যাচাই করা হয় নাই। বাদী আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ পান নাই। একই অভিযোগের বাদীকে ৭-৮-৮৯, ২৯-৭-৯১, ১৯-১১-৯১ এবং ১৩-৪-৯৩ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে ৪ (চার) বার শাস্তি প্রদান করা হয়। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রসেডিং নিষ্পত্তি করা হয় নাই। উপরোক্ত অবস্থায় বিবাদী পক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ৭-৮-৮৯, ২৯-৭-৯১, ১৯-১১-৯১ এবং ১৩-৪-৯৩ ইং তারিখের পত্র রদ, রহিত, ও বাতিল পূর্বক বাদীকে নির্বিবাদে কাজ করিতে দেওয়ার জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ প্রদানের জন্য এই মোকদ্দমা দায়ের করা হয়।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং তামাদি দোষে বারিত। আর মোকদ্দমা দায়েরের পূর্বে বি. এ. ডি. সি সার্ভিস রেগুলেশন এন্ড অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১ এর ৭৪ ধারা মোতাবেক বিবাদী পক্ষকে লিগ্যাল নোটিশ না দেওয়ায় মোকদ্দমাটি খারিজযোগ্য। তাছাড়া বাদীর প্রতি আরোপিত শাস্তির বিরুদ্ধে বি. এ. ডি. সি এর চাকুরী বিধি অনুযায়ী উর্ধতন কর্তৃপক্ষের বরাবরে আপীল দায়ের করিয়া প্রতিকার না চাওয়ায় মোকদ্দমাটি চলিতে পারে না। বাদীর দায়িত্বে ও হেফাজতে ন্যস্ত বিবাদী পক্ষের শিবালয় ইউনিট গুদামের ভাসমান পাম্পের যন্ত্রাংশ বিগত ২০-১২-৮৮ ইং তারিখ চুরি বা আত্ম-সাতের ঘটনা ধরা পড়িলে তৎকালীন সহকারী প্রকৌশলী জনাব মাহফুজার রহমান উক্ত যন্ত্রাংশের মালামাল নিরূপণের জন্য জনাব মোঃ ইদ্রিস আলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে নির্দেশ দেন। উপ-সহকারী প্রকৌশলী চাক্ষুস যাচাই পূর্বক ঘাটতিকৃত মালামালের তালিকা দাখিল করিলে সহকারী প্রকৌশলী ৫-২-৮৯ ইং তারিখের ৫৯৪ নম্বর স্মারকে বিষয়টি মানিকগঞ্জ জোনের নির্বাহী প্রকৌশলীকে জানান। তিনি বিষয়টি পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীকে অবহিত করেন। মালামাল ঘাটতি প্রসংগে যাচাই প্রতিবেদন, গুদাম রক্ষক বাদী এবং পিয়ন আবদুল হাই (দারোয়ানের কাজে নিয়োজিত) এর লিখিত বক্তব্য ও জবানবন্দি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, ১৯-১২-৮৮ ইং তারিখ বাদী উপরোক্ত ইউনিট গুদামের পার্শ্ববর্তী কক্ষে দারোয়ান জনাব আঃ হাইয়ের সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছেন। পর দিন ২০-১২-৮৮ ইং তারিখ ভোর ৬টার সময় বাদী ঘুম হইতে উঠিয়া হাটাহাটি করার সময় স্টোরের হাজবোল্ট ও দরজার কড়া ভাংগা দেখিতে পাইয়াছে বলিয়া দারোয়ান আবদুল হাইকে জানান এবং তিনি বিষয়টি উচ্চতর উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব কাজী সাইদুল হককে জানান। দরজার কড়া বা হাজবোল্ট ভাংগা বা মালামাল খোয়া যাওয়ার বিষয়টি যথাসময়ে সহকারী প্রকৌশলীকে অবহিত না করার কারণে ২-২-৮৯ ইং তারিখের ৬৬৬ নম্বর স্মারকে গুদাম রক্ষক বাদীকে কৈফিয়ত তলব করা হয়। আর ১৫-২-৮৯ ইং তারিখের ৭০৬ নম্বর স্মারক উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব কাজী সাইদুর হককেও কৈফিয়ত তলব করা হয়। উপরোক্ত ইউনিটের কর্মচারীদের দ্বারা ইউনিটের উচ্চতর উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব কাজী সাইদুল হক ২৯-১-৮৯ ইং তারিখ প্রহৃত হন। সাইদুল

হক কোর্টে মামলা দায়ের করিলে পুলিশ ৫ (পাঁচ) জনকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে ৩১-১-৮৯ ইং তারিখের ৫৬৯ নম্বর স্মারকে নির্বাহী প্রকৌশলী উক্ত ৫ (পাঁচ) জন কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। অতঃপর উচ্চ উপ-সহকারী প্রকৌশলী প্রহৃত হওয়ার ঘটনা ও ভাসমান পাম্পের ঘাটতির কারণ অনুসন্ধানের জন্য মানিকগঞ্জের দক্ষিণ জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ সামসুদ্দিনকে ৫-৩-৮৯ ইং তারিখের স্মারকে নির্বাহী প্রকৌশলী তদন্তকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। সহকারী প্রকৌশলী ৫-৮-৮৯ ইং তারিখের ৫৫ নম্বর স্মারকে প্রেরিত তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া গুদাম রক্ষক বাদী আঃ জব্বার ও পিয়ন আঃ হাইকে (দারোয়ানের হিসাবে নিয়োজিত) মালামাল ঘাটতির জন্য দোষী সাব্যস্থ করিয়া নির্বাহী প্রকৌশলীর ৭-৮-৮৯ ইং তারিখের ৮৭ নম্বর স্মারকে ঘাটতিকৃত মালামালের মূল্য এর ৬০ শতাংশ ও ৪০ শতাংশ যথাক্রমে বাদী আবদুল জব্বার ও পিয়ন জনাব আবদুল হাইয়ের নিকট হইতে আদায়ের সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মচারী যথাক্রমে ৪৪,৪০০ টাকা ও ২৯,৬০০ টাকা বিবাদী সংস্থার হাতে জমা দেন। কিন্তু বাকী টাকা পরিশোধের জন্য তাহাদিগকে একাধিকবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও এযাবত পরিশোধ করেন নাই। উক্ত টাকা পরিশোধের দায়-দায়িত্ব এড়াইবার কুমতলবে এই মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে। উপরোক্ত অবস্থায় বাদীর এই মোকদ্দমা খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয়:

(১) বাদীর এই মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?

(২) বাদী তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য বিষয়: ১ ও ২

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃতমতে শিবালয় ইউনিট গুদামের ভাসমান পাম্পের যন্ত্রাংশ চুরি বা আত্মসাতের ঘটনা ধরা পড়িলে কর্তৃপক্ষ তদন্ত পূর্বক ঘাটতিকৃত মালামালের মূল্যের ৬০% ও ৪০% হারে বাদী উচ্চতর গুদাম রক্ষক, আবদুল জব্বার ও দারোয়ান জনাব আবদুল হাইকে প্রদান করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী বাদী ৪৪,৪০০ টাকা এবং দারোয়ান ২৯,৬০০ টাকা সংস্থার খাতে জমা দেয়। মালামাল চুরি বা আত্মসাতের বিষয় বাদী অস্বীকার করেন নাই। বাদী পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী মালামাল আত্মসাতের ঘটনার সহিত তিনি কোনভাবেই জড়িত ছিলেন না এবং তাহার উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া ৪৪,৪০০ টাকা সংস্থার খাতে জমা নেওয়া হইয়াছে।

বাদী পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে বাদী নিজে এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজ পত্র, প্রদর্শনী ১—৯ প্রমাণ করেন।

দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম তদন্তের সময় তদন্ত কর্মকর্তাকে সাহায্য করার জন্য বাদীকে নির্দেশ দেওয়া হইলেও তিনি সাহায্য করেন নাই। বাদী তাহার জবানবন্দিতে পরিস্কারভাবে বলিয়াছেন যে, ১৭-১-৮৯ ইং তারিখের পত্র, প্রদর্শনী ২ দ্বারা তাহাকে তদন্ত কর্মকর্তাকে সাহায্য করার জন্য বলা হয়। কিন্তু তিনি তদন্ত কর্মকর্তাকে সাহায্য করেন নাই পরে বলেন যে তিনি সাহায্য করিয়াছেন। যে রাত্রে ঘটনা ঘটে সেই রাত্রে তিনি দারোয়ানের ঘরে ঘুমাইয়াছেন সেই সম্বন্ধেও জেরার সময় স্বীকার করিয়াছেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে বলিয়াছেন যে তাহাকে চাকুরী চ্যুতির ভয় দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে কিছু টাকা জমা নিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে যে ভয় দেখাইয়া টাকা জমা নিয়াছেন একমাত্র বাদীর বক্তব্য ছাড়া উহার অন্য কোন

প্রমাণ নথিতে নাই। আর বাদী নির্দিষ্টভাবে বলিয়াছেন যে প্রকৃতপক্ষে ঘটনার সঠিক কোন তদন্ত হয় নাই। কিন্তু বিবাদী পক্ষের ১ নম্বর স্বাক্ষী হিসাবে জনাব মোঃ সামসুদ্দিন, সহকারী প্রকৌশলী, বি, এ, ডি, সি তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, পত্র, প্রদর্শনী-ক দ্বারা তাহাকে বাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তিনি বাদীকে নোটিশ প্রদান করতঃ তাহার উপস্থিতিতে নিরপেক্ষ তদন্ত করেন। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, তদন্ত অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিনি ৫-৮-৮৯ ইং তারিখ রিপোর্ট, প্রদর্শনী-খ দাখিল করেন। আর তদন্তকালে বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তদন্ত বিবরণী দাখিল করা হয় নাই এবং তদন্তকালে তিনি স্টক যাচাই করিয়াছেন এবং ঘাটতির বিষয় তিনি রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন।

বিবাদী পক্ষের ২ নম্বর স্বাক্ষী জনাব হাফেজ আহম্মদ মজুমদার, সহকারী সচিব ইনচার্জ অব ল দ্বিতীয় পক্ষে জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে বিবাদী পক্ষের মোকদ্দমার বর্ণনা করেন এবং তাহাদের দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-ক—গ প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, এই মোকদ্দমার জবাবে বিবাদীদের পক্ষে সচিব দস্তখত করিয়াছেন। বিবাদী পক্ষের ১ ও ২ নম্বর স্বাক্ষীর ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ এই মোকদ্দমায় নাই। তাছাড়া তাহাদের জবানবন্দি অবিশ্বাস করার মত কোন কিছু নথিতে নাই। ১ নম্বর স্বাক্ষী পরিস্কারভাবে বলিয়াছেন যে, বাদীর উপস্থিতিতে তিনি নিরপেক্ষ তদন্ত করিয়াছেন এবং বাদীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়াছেন। তাছাড়া স্বীকৃতমতে বাদী গুদাম রক্ষক জনাব আবদুল হাইকে দোষী সাব্যস্থ করিয়া ঘাটতিকৃত মালামালের যথাক্রমে ৬০% ও ৪০% হারে জমা দিতে বলা হইলে বাদী ৪৪,৪০০ টাকা এবং গুদাম রক্ষক আবদুল হাই ২৯,৬০০ টাকা সংস্থার খাতে জমা দিয়াছেন। আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি বাদীর নিকট হইতে জোরপূর্বক টাকা জমা নেওয়া হইয়াছে এমন কোন প্রমাণ তিনি দিতে পারেন নাই। তাই দেখা যায় যে, বাদী তাহার আরোপিত শাস্তি স্বীকার করিয়াই আংশিক টাকা জমা দিয়াছেন। এমতাবস্থায় বাদী এই মোকদ্দমায় তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, তৃতীয় পক্ষ (সচিব) এই মোকদ্দমার জবাব দাখিল করিয়াছেন বিধায় জবাব গৃহীত হইতে পারে না। আর ১৯৬১ সনের বি, এ, ডি, সি অর্ডিন্যান্সের ৭৪ ধারা বর্তমান মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাছাড়া ১৯৯০ সনের বি, এ, ডি, সি সার্ভিস রুলে নোটিশের কোন বিধান নাই।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, সচিবকে সমস্ত মোকদ্দমার জবাব দাখিলের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। আর ১৯৬১ সনের বি, এ, ডি, সি অর্ডিন্যান্সের ৭৪ ধারা এখানেও কার্যকরী আছে। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, দেওয়ানী কার্য বিধি অর্ডার ২৯, রুল ১ এর বিধানে সচিবকে কর্পোরেশনের মোকদ্দমায় জবাব দাখিলের ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, ১৯৬১ সনের বি, এ, ডি, সি অর্ডিন্যান্সের ৭৪ ধারার বিধানে পরিস্কারভাবে বলা হইয়াছে যে কর্পোরেশনকে নোটিশ প্রদান করার পরে ২ মাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে করপোরেশনের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে বাদী কর্পোরেশনকে কোন নোটিশই প্রদান করেন নাই। বাদী জেরার সময় পরিস্কারভাবে স্বীকারও করিয়াছেন যে তিনি এই মোকদ্দমা দায়ের করার পূর্বে কর্তৃপক্ষকে কোন নোটিশ প্রদান করেন নাই।

উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, বিবাদীদের পক্ষে কর্পোরেশনের সচিবের জবাব দাখিল করার আইনতঃ অধিকার আছে এবং ১৯৬১ সনের বি, এ, ডি, সি অর্ডিন্যান্সের ৭৪ ধারার বিধানে মোকদ্দমা দায়েরের পূর্বে কর্পোরেশনকে নোটিশ প্রদান না করায় মোকদ্দমাটি আইনতঃ

চলিতে পারে না। তাই সার্বিক অবস্থায় বিবেচনায় মোকদ্দমাটি আইনের চোখে অচল এবং বাদী এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহারা লিখিত কোন মতামত প্রদান করেন নাই।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে ডিসমিস হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং-৩১/৯৩

মোঃ আহাম্মদ আলী,
পিতা মোঃ তোরাব আলী,
পোঃ তারাবো বাজার,
গ্রাম ঃ তারাবো,
থানা রূপগঞ্জ,
জেলা ঃ নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
মেসার্স নিশান জুট মিলস লিঃ,
২১, মতিঝিল বা/এ,
২য় তলা, ঢাকা।

(২) ম্যানেজার,
মেসার্স নিশান জুট মিলস লিঃ,
তারাবো, থানা—রূপগঞ্জ,
জেলা ঃ নারায়ণগঞ্জ— দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিত ঃ আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী মোঃ খোরশেদ আলী, সদস্য (মালিক পক্ষ)।
জনাব এস, এম, খালেক, সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখ ঃ ২৯-০৫-৯৫ ইং

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ ১৯৮৬ সালে মেকানিক্যাল হেলপার হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে চাকুরীতে যোগদান করিয়া ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নিশান জুট মিলস শ্রমিক ইউনিয়ন নামে একটি ইউনিয়ন গঠন করেন। উহার রেজিঃ নম্বর ছিল—২১৬০। উহাতে দ্বিতীয় পক্ষ ক্ষুব্ধ হইয়া প্রথম পক্ষসহ ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের কারখানা হইতে তাড়াটিয়া গুন্ডা দ্বারা বাহির করিয়া দেন। ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে প্রথম পক্ষের ইউনিয়ন সিবিএ ইউনিয়ন হিসাবে নির্বাচিত হয়। তখন দ্বিতীয় পক্ষ সিবিএ ইউনিয়নের সহিত একটি চুক্তিতে আসেন এবং প্রথম পক্ষকে কারখানায় পুনঃ নিয়োগ করেন। প্রথম পক্ষের ইউনিয়নের সহিত দ্বিতীয় পক্ষের কিছু বিষয় মতানৈক্য হয় এবং দ্বিতীয় পক্ষ পুনরায় প্রথম পক্ষ এবং তাহার সংগীদের কারখানার এলাকা হইতে বাহির করিয়া দেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করেন। ফলস্বরূপ প্রথম পক্ষকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করিয়া ইং ১৩-৭-৮৯ তারিখ হইতে ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত আটক অবস্থায় (detention) রাখেন। আটক অবস্থা (detention) হইতে বাহির হইয়া প্রথম পক্ষ কাজে যোগদান করিতে চাহিলেও দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে কাজে যোগদান করিতে দেন নাই। প্রথম পক্ষ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ১২ দফার একটি দাবীনামা দ্বিতীয় পক্ষের নিকট পেশ করেন ১৯৮৯ সনে। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত বিষয় আলোচনা করিতে অস্বীকার করেন। ফলে প্রথম পক্ষ ঢাকা বিভাগের যুগ্ম-শ্রম পরিচালকের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং দাবীগুলির বিষয়ে আলোচনার জন্য বসার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কোন ফল ছাড়াই সভা ব্যর্থ হয়। ফলে ইউনিয়ন দ্বিতীয় পক্ষকে ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করেন এবং সময়মত ধর্মঘট আরম্ভ হয়। ৪ (চার) দিন ধর্মঘট চলার পর ইউনিয়ন এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে ইং ৩০-৪-৯১ তারিখ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং চুক্তি অনুযায়ী ইং ২-৫-৯১ তারিখ প্রথম পক্ষকে একজন বদলী শ্রমিক হিসাবে পুনঃ নিয়োগ করা হয় এবং ইং ৩১-৪-৯২ তারিখ তাহাকে স্থায়ী শ্রমিক করা হয়। তাহার সর্বশেষ সাপ্তাহিক মূল বেতন ছিল ১৪৩ টাকা। ইং ২৯-৪-৯১ তারিখ শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে প্রথম পক্ষ পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ১৮ মাসের জন্য এবং উক্ত ইউনিয়ন সিবিএ ইউনিয়ন হিসাবে কাজ করিতে থাকে। ইং ২৩-৩-৯৩ তারিখ প্রথম পক্ষের চাকুরী টারমিনেট করা হয় বিভিন্ন অভিযোগ আনয়ন করিয়া। ফলে প্রথম পক্ষ কর্তৃক ১ ও ২ নং দ্বিতীয় পক্ষের নিকট তাহাকে বকেয়া বেতনসহ পুনঃ নিয়োগ করার জন্য রেজিস্ট্রী ডাকযোগে একটি চিঠি প্রেরণ করা হয়। ইং ১১-৪-৯৩ তারিখ প্রথম পক্ষের দাখিলকৃত অনুযোগ পত্রটি অগ্রাহ্য করা হয়। তাই বাধ্য হইয়া প্রথম পক্ষ টারমিনেশন আদেশ বাতিলপূর্বক বকেয়া বেতন ও অন্যান্য সুযোগসহ চাকুরীতে পুনঃ নিয়োগের জন্য এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি দায়ের করার কোন কারণ না থাকায় ডিসমিস যোগ্য এবং মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না। প্রথম পক্ষ ইং ১-৮-৯২ তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। কিন্তু তাহার চাকুরীর খতিয়ান মোটেও সন্তোষজনক নহে। প্রথম পক্ষের অসদাচরণ সম্বন্ধে প্রথম পক্ষ লিখিতভাবে স্বকীয়ও করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের প্রতি নমনীয় মনোভাব পোষণ করিয়া কোন শাস্তি দেন নাই। পরবর্তীতে দ্বিতীয় পক্ষগণের মিলের কাঠামোগত পরিবর্তনের কারণে প্রথম পক্ষকে আর প্রয়োজন না থাকায় বিগত ইং ২৩-৩-৯৩ তারিখ চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হয়। প্রথম পক্ষের টারমিনেশনটি সম্পূর্ণরূপে টারমিনেশন সিমপ্লিসিটার। প্রথম পক্ষের দাখিলকৃত অনুযোগপত্রের জবাব ইং ১১-৪-৯৪ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ প্রেরণ করেন। প্রথম পক্ষ শুধু দ্বিতীয় পক্ষকে হয়রানী করিবার জনাই এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার আইনসংগত কোন কারণ নাই। তাই উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি ?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনামতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয় ১ ও ২

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষ একজন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তা হিসাবে বিভিন্ন সময় দ্বিতীয় পক্ষের নিকট বিভিন্ন দাবী-দাওয়া পেশ করার কারণেই তাহাকে চাকুরী হইতে টারমিনেশনের নামে বরখাস্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথম পক্ষের ট্রেড ইউনিয়নের কাজের জন্য তাকে চাকুরী হইতে টারমিনেশনের নামে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষকে মিলে প্রয়োজন না হওয়ায় তাহাকে চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হইয়াছে এবং তাহার টারমিনেশন আদেশটি প্রকৃতপক্ষে টারমিনেশন সিমপ্লিসিটর। এই মোকদ্দমায় উভয় পক্ষে একজন করিয়া মৌখিক স্বাক্ষী প্রদান করিয়াছেন।

প্রথম পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে প্রথম পক্ষ তাহার জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী ১—১১ প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, শেষ ডিমান্ড পেশ করার পর এবং টারমিনেশনের পূর্বে তাহার সহিত মালিকের আর কোন দরকষাকষি হয় নাই।

অরপদিকে দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী ২নং দ্বিতীয় পক্ষ এই মর্মে জবানবন্দি করেন যে, ১৯৮৬ সালে প্রথম পক্ষ বদলী শ্রমিক হিসাবে তাহাদের অধীন যোগদান করেন এবং ১-৮-৯২ ইং তারিখ তাহাকে স্থায়ী করা হয়। অসদাচরণের জন্য বদলী শ্রমিক থাকাকালীন তাহাকে একবার টারমিনেট করা হয়। কিন্তু শ্রমিকদের চাপে এবং তিনি ভাল কাজ করিবেন মর্মে অংগীকার করায় তাহাকে পুনঃ নিয়োগ করিয়া পরে স্থায়ী করা হয়। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, ২৩-৩-৯৩ ইং তারিখ তাহাকে চাকরী হইতে টারমিনেট করা হয় মিলের কাজে প্রয়োজন না থাকায়। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, প্রথম পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক ছিলেন এবং ২৫-৫-৮৯ ইং তারিখ তাহার ইউনিয়নের সহিত চুক্তিবদ্ধ হন (প্রদর্শনী-৪)। ৩০-৪-৯১ ইং তারিখেও ইউনিয়নের সহিত একটা চুক্তি হয় (প্রদর্শনী-৮)। আর প্রদর্শনী-৯ দ্বারা প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হয়। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, প্রথম পক্ষ টারমিনেশনের সময় ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং ইউনিয়নটি সিবিএ। টারমিনেশন পত্র, প্রদর্শনী-৯ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাহাকে চাকুরী হইতে ডিসমিস না করিয়া নমনীয় মনোভাব পোষণ করতঃ ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯(১) ধারা মতে চাকুরী হইতে টারমিনেট করা হয়। টারমিনেশন পত্র, প্রদর্শনী-৯ হইতে পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ থাকার

কারণেই তাহাকে চাকুরী হইতে ডিসমিস না করিয়া টারমিনেট করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে সওয়াল-জবাবকালীন সময়ে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষের টারমিনেশন আদেশটি কোনভাবেই টারমিনেশন সিমপ্লিসিটর বলা যায় না এবং টারমিনেশনের নামে প্রকৃতপক্ষে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং উক্ত বরখাস্ত আদেশ আইনতঃ টিকিতে পারে না। তিনি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে ৪৪ ডিএলআর এর ১৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মুদারেস মিয়া দরখাস্তকারী—বনাম—চেয়ারম্যান, প্রথম শ্রম আদালত এবং অন্য একজন প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন। উক্ত মোকদ্দমায়—Their Lordships have observed—"Termination with stigma—From the order of termination it appears that the petitioner has been banded to be a 'habitual' absentee' *i.e.* a stigma has been attached which calls for opportunity to the petitioner to defend himself. The petitioner has not been afforded an opportunity of being heard in the matter and no enquiry has been held. This is an order of dismissal in the garb of termination and as such the same is declared to have been passed without lawful authority and the petitioner be re-instated in service at once."

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষের টারমিনেশনটি প্রকৃতপক্ষে টারমিনেশন সিমপ্লিসিটর। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষীর জবানবন্দি ও জেরা এবং টারমিনেশন পত্র, প্রদর্শনী-৯ পর্যালোচনা করিলে পরিস্কারভাবে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে টারমিনেশনের নামে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু স্বীকৃতমতে উক্ত টারমিনেশন বা বরখাস্ত আদেশের সময় প্রথম পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং সাধারণ সম্পাদক হিসাবে তিনি বিভিন্ন সময় দ্বিতীয় পক্ষের সহিত বিভিন্ন চুক্তি করিয়াছেন। আর ইহাও স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষের ইউনিয়নটি সিবিএ। তাছাড়া প্রথম পক্ষের আরজীতে তাহার চাকুরীর যে খতিয়ান দিয়াছেন উহাও দ্বিতীয় পক্ষ অস্বীকার করেন নাই।

তাই উপরের আলোচনার আলোকে, স্বাক্ষীদের জবানবন্দি ও জেরা হইতে (Both oral & documentary) দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের (সিবিএ ভুক্ত) সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন তাহার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাহাকে টারমিনেশনের নামে প্রকৃতপক্ষে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। তাই প্রথম পক্ষ উপরের সিদ্ধান্তের আলোকে চাকুরীতে পুনঃ নিয়োগ পাইতে অধিকারী।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহারাও একই মত পোষণ করেন।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে খরচসহ মঞ্জুর হইল এবং ২৩-৩-৯২ ইং তারিখের টারমিনেশনের আদেশটি বাতিল ঘোষণা করা হইল। অদ্য হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহাল করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ৮০/৯৪

এ, কে, এস, এম তোজাম্মেল হোসেন,
ই/৬, পোষ্টাল কোয়ার্টার (২য় তলা),
আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫।

.. .. প্রথম পক্ষ।

বনাম

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড,
৬৯, দিলকুশা বা/এ,
ঢাকা-১০০০।

.. .. দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিত : আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আবদুর রব, সদস্য (মালিক পক্ষ)।
জনাব মোঃ মহিউদ্দিন, সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)।
রায়ের তারিখঃ ৩১-৫-৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ ১৯৮৯ সন হইতে দ্বিতীয় পক্ষের সচিব (ষ্টেনোগ্রাফার) হিসাবে কাজ করিতেছিলেন। তাহার কাজ করণিক প্রকৃতির। প্রথম পক্ষের প্রশাসনিক কোন ক্ষমতা ছিল না। তাহার শেষ মাসিক বেতন ছিল ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকা। ১৫-১০-৯৪ ইং তারিখ যখন প্রথম পক্ষ অফিসে কাজ করিতেছিলেন তখন দ্বিতীয় পক্ষের ডাইরেক্টর, মিঃ খিজিরিওয়াল প্রথম পক্ষকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া অফিস ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন এবং ভবিষ্যতে আর কোন দিন অফিসে আসিতে নিষেধ করেন। এই ভাবে মৌখিকভাবে ঐ দিন হইতেই তাহার চাকরী টারমিনেট করা হয়। ১৯-১০-৯৪ ইং তারিখ প্রথম পক্ষ টারমিনেশনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য দ্বিতীয় পক্ষের নিকট অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় পক্ষ তাহাদের ২৯-১০-৯৪ ইং তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষকে তাহাদের অফিসে যাইয়া বিষয়টি মীমাংসা করিয়া ন্যায্য পাওনা আনিতে বলেন। প্রথম পক্ষ ৫-১১-৯৪ ইং তারিখের পত্র দ্বারা এ/সি পেই-চেকের মাধ্যমে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে তাহার টারমিনেশনের সুযোগ-সুবিধা পাঠানোর জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে অনুরোধ করেন। দ্বিতীয় পক্ষ ১২-১১-৯৪ ইং তারিখের পত্র দ্বারা জানান যে, তিনি চাকুরী হইতে ইস্তফা দিয়াছেন বিধায় কোন টারমিনেশন বেনিফিট পাইতে পারেন না। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে টারমিনেশনের কোন সুযোগ-সুবিধা প্রদান না করায় প্রথম পক্ষ উক্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ নাই এবং মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয়

পক্ষের অধীনে কর্মরত অবস্থায় প্রায়ই কর্তব্য কাজে অবহেলা করিতেন। ঘটনার দিন ১৫-১০-৯৪ ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে কর্তব্যে অবহেলা ও অসদাচরণের জন্য মৌখিকভাবে সতর্ক করিয়া দেন। ফলে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের বরাবরে ইস্তফা পত্র দাখিল করেন। ইস্তফা পত্র জমা দিয়া যাওয়ার সময় প্রথম পক্ষ অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহিত খারাপ ব্যবহার করেন এবং হুমকি প্রদর্শন করেন। সেই কারণে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় একটি জিডি এন্ট্রি করা হয়। উপরোক্ত কারণে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয়:

(১) প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ বা অধিকার আছে কি?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে বা অন্য কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য বিষয় ১ ও ২:

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তাহাকে ১৫-১০-৯৪ ইং তারিখ ডাইরেক্টর, মিঃ খিজিরিওয়াল মৌখিকভাবে অফিস ত্যাগ করিতে বলেন এবং ভবিষ্যতে অফিসে না আসার জন্য হুমকি প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ ঐ তারিখ হইতেই মৌখিকভাবে প্রথম পক্ষের চাকুরী টারমিনেট করা হইয়াছে মর্মে প্রথম পক্ষ দাবী করেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষকে তাহার কর্তব্য কাজে অবহেলা ও অসদাচরণের জন্য মৌখিকভাবে সতর্ক করিয়া দিলে তিনি ইস্তফাপত্র দাখিল করেন এবং অফিস ত্যাগ করার সময় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহিত দুর্ব্যবহার করেন। এমতাবস্থায় নিজ নিজ মোকদ্দমা প্রমাণ করার দায়িত্ব তাহাদের উপরেই ন্যস্ত।

প্রথম পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে প্রথম পক্ষ নিজে এই মোকদ্দমার জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজ পত্র, প্রদর্শনী-১—৪ প্রমাণ করেন। তিনি চাকুরীতে ইস্তফা দেওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তাহার ডাক নাম আজাদ।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী মোঃ আবদুস সালাম, সিনিয়র একজিকিউটিভ তাহার জবানবন্দিতে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমার বর্ণনা দেন। তিনি নির্দিষ্টভাবে বলেন যে, প্রথম পক্ষকে টারমিনেট করা হয় নাই এবং প্রথম পক্ষ স্বেচ্ছায় চাকুরী হইতে ইস্তফা দিয়াছেন। তিনি ইস্তফা পত্র, প্রদর্শনী-ক প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তাহাদের অফিস রেকর্ডে প্রথম পক্ষের নাম এ, কে, এস, এম তোজাম্মেল হোসেন আছে। তাহাকে এই মর্মে সাজেশন দেওয়া হয় যে, ইস্তফা পত্র প্রথম পক্ষের নয় এবং মোকদ্দমার স্বার্থে দ্বিতীয় পক্ষ উহা তৈয়ার করিয়াছেন। উক্ত বিষয় স্বাক্ষী অস্বীকার করেন। ইস্তফা পত্র, প্রদর্শনী-ক হইতে দেখা যায় যে, সেখানে শুধু ইংরেজীতে আজাদ নাম লেখা আছে এবং ইস্তফা পত্রে কোন কারণ উল্লেখ করা হয় নাই। দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী ঘটনার তারিখ (১৫-১০-৯৪ ইং তারিখ) কর্তব্য কাজে অবহেলার জন্য প্রথম পক্ষকে মৌখিকভাবে সতর্ক করিয়া দিলে তিনি ইস্তফাপত্র দাখিল করেন। হঠাৎ রাগান্বিত হইয়া ইস্তফা পত্র দাখিল করিলে তাহা হাতের লেখা হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কথিত ইস্তফা পত্রটি সুন্দরভাবে টাইপ করা হইয়াছে। তাছাড়া ইস্তফা পত্রের দস্তখত যে প্রথম পক্ষের সেই বিষয় জেরার সময় প্রথম পক্ষকে কোন সাজেশন দেওয়া হয় নাই এবং দস্তখতটিও তাহাকে দেখানো হয় নাই। দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষী পরিস্কারভাবে স্বীকার

করিয়াছেন যে, তাহাদের অফিস রেকর্ডে প্রথম পক্ষের নাম এ, কে, এস, এম তোজাম্মেল হোসেন আছে। তাই তাহার ডাক নামে ইস্তফা পত্র দাখিল করা এবং উহা গ্রহণ করার যুক্তিসংগত কোন কারণ থাকিতে পারে না। অধিকন্তুঃ প্রথম পক্ষ তাহার আরজিতে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ডাইরেক্টর খিজরিওয়াল ঘটনার দিন মৌখিকভাবে তাহাকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া অফিস ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু মিঃ খিজরিওয়াল আদালতে হাজির হইয়া বিষয়টি অস্বীকার করেন নাই। প্রথম পক্ষের ডাক নাম আজাদ হইতে পারে। কিন্তু সেই নামে ইস্তফা পত্র গ্রহণ করার কান কারণ থাকিতে পারে না। তাছাড়া প্রথম পক্ষের ন্যায্য পাওনার বিষয়টি দ্বিতীয় পক্ষের সহিত আলাপ আলোচনা করার জন্য তাহাকে যে পত্র (প্রদর্শনী-২) ইস্যু করা হয় সেখানেও প্রথম পক্ষের নাম এ, কে, এস, এম তোজাম্মেল হোসেন লেখা হইয়াছে। উক্ত পত্রের কোথাও আজাদ নাম উল্লেখ করা হয় নাই। এমতাবস্থায় কোনভাবেই বলা যায় না যে, প্রথম পক্ষ তাহার ডাক নামে ইস্তফা পত্র দাখিল করিয়াছেন। আর স্বীকৃতমতে ঘটনার পর হইতে অর্থাৎ ১৫-১০-৯৪ ইং তারিখের পর হইতে প্রথম পক্ষকে অফিসে কাজ করিতে দেওয়া হয় নাই বা তিনি অফিসে যান নাই। তাই ইস্তফা পত্র দাখিলের বিষয়টি প্রমাণিত না হওয়ায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ঘটনার দিন মৌখিকভাবে প্রথম পক্ষের চাকুরী টারমিনেট করা হইয়াছে। তাই মানবিক কারণে এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রথম পক্ষ টারমিনেশনের সুযোগ-সুবিধা পাইতে পারেন।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহারাও একই মত পোষণ করেন।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে খরচসহ মঞ্জুর হইল। অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রথম পক্ষকে টারমিনেশনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং ২৮/১৯৯৪ ইং

মোঃ ছাদেকুর রহমান,
সহকারী ব্যবস্থাপক (গবেষণা),
বিজেএমসি, আদমজীকোর্ট,
মতিঝিল, ঢাকা।

.. .. প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) উপ-মহাব্যবস্থাপক,
মনোয়ার জুট মিলস লিঃ,
সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

(২) বিজেএমসি, এর পক্ষে— চেয়ারম্যান,
আদমজী কোর্ট, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা।

.... দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত ঃ আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আবদুর রব (মালিক পক্ষ) সদস্য।
জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী, (শ্রমিক পক্ষ) সদস্য।
রায়ের তারিখঃ ২২-৫-৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথমপক্ষ ২৩-২-৮১ ইং তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন সহকারী উৎপাদন কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান করিয়া সততা ও নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন এবং বর্তমানে তিনি সহকারী ব্যবস্থাপক (গবেষণা) হিসাবে কর্মরত আছেন। প্রথম পক্ষের কাজ সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল ও ব্যবসা উন্নয়নমূলক ধরণের। মনোয়ার জুট মিলস লিঃ একটি রাষ্ট্রায়ত্ত জুট মিলস । প্রথম পক্ষ উক্ত মিলের একজন টেকনোলজিস্ট ও অভিজ্ঞ কোয়ালিফাইড টেকনিক্যাল হ্যান্ড। প্রথম পক্ষের কাজের মান ও দক্ষতার জন্য তাহাকে ৬২৫—১০১৫ টাকার স্কেলে দুইটি বিশেষ ইনক্রিমেন্ট ও সরকার ঘোষিত দুইটি বিশেষ মুক্তিযোদ্ধা ইনক্রিমেন্টসহ ৮০৫ টাকায় বেতন নির্ধারণ করিয়া চাকুরীতে নিয়োগের তারিখ হইতে স্থায়ী করা হয়। প্রথম পক্ষ ১-৬-৮৫ ইং তারিখ হইতে ১৩৫০—২৭৫০ টাকার স্কেলে সহকারী ব্যবস্থাপক (উৎপাদন) হিসাবে, ১-৭-৮৮ ইং তারিখ হইতে ১৬৫০—৩০২০ টাকার স্কেলে সহকারী ব্যবস্থাপক (গবেষণা) হিসাবে ২৮-৭-৯১ ইং তারিখ উক্ত বেতন স্কেল পাইয়া পরিশেষে ১-৭-৯১ ইং তারিখ ২৮৫০—৫১৫০ টাকার স্কেলে নির্ধারিত হইয়া প্রথম পক্ষের বেতন ১-১-৯৩ ইং তারিখ ৩,৯৮৫ টাকায় উন্নীত হয় এবং তাহার বর্তমান মূল বেতন ৩,৯৮৫ টাকা। যাহা কর্তৃপক্ষ পরীক্ষানিরীক্ষা পূর্বক ধার্য করিয়াছেন। কিন্তু মনোয়ার জুট মিলস লিঃ এর ৯-১-৯৩ ইং তারিখের ৫নং ডেবিট এডভাইস নোটে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষের বেতন পুনঃনির্ধারিত করায় ২৩-২-৮১ ইং তারিখ হইতে ২৩-৭-৮৯ ইং তারিখ পর্যন্ত মোট ৯০,৩২২·৫০ (নব্বই হাজার তিন শত বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা প্রথম পক্ষকে অতিরিক্ত প্রদান করা হইয়াছে এবং উক্ত টাকা ফেরত লইবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত ও অনুমোদিত হইয়া প্রথম পক্ষের বেতন ১-১-৯৩ ইং তারিখ ৩,৯৮৫ টাকায় ধার্য করা হইয়াছে এবং উহাতে কোন ভুলভ্রান্তি হয় নাই। প্রথম পক্ষ অতিরিক্ত কোন টাকা গ্রহণ করেন নাই। তাই প্রথম পক্ষের নিকট হইতে ৯০,৩২২·৫০ (নব্বই হাজার তিন শত বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা ফেরত লইবার কোন প্রশ্নই উঠে না। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ৯-১-৯৩ ইং তারিখের ৫নং ডেবিট এডভাইস নোটটি বেআইনী ও অকার্যকর ঘোষণা করার নিমিত্তে এই মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না। প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ নাই। প্রথম পক্ষ শ্রমিক নয় বিধায় এই মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না। প্রথম পক্ষকে ১৭-১২-৮১ ইং তারিখ ৪৭০—১১৩৫ টাকার স্কেলে সহকারী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে মিল

কর্তৃপক্ষ প্রথম পক্ষের চাকুরী স্থায়ী (confirm) করার সময় সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে তাহাকে চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে দুইটি ইক্রিমেন্টসহ ৬২৫—১৩১৫ টাকার স্কেলে বেতন নির্ধারণ করেন। পরবর্তীতে প্রথম পক্ষের বিপরীতে উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তির প্রেক্ষিতে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রথম পক্ষকে দুইটি ইনক্রিমেন্টসহ ৬২৫—১৩১৫ টাকার স্কেল (সিলেকশন গ্রেড) প্রদান করা বিধি সম্মত হয় নাই বলিয়া অভিমত পোষণ করিলে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের বেতন চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে ৪৭০—১১৩৫ টাকার স্কেলে পুনঃ নির্ধারণ পূর্বক অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ কর্তনের নির্দেশ প্রদান করেন। দ্বিতীয় পক্ষের আদেশ সম্পূর্ণ বৈধ ও আইনসম্মত হইয়াছে। তাই উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) মেকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?

(২) প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন অধিকার আছে কি?

(৩) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনামতে বা অন্য কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য বিষয় ১, ২ ও ৩ঃ

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় তিনটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ২৩-২-৮১ ইং তারিখ হইতে সহকারী উৎপাদন কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ লাভ করিয়া পরবর্তীতে সহকারী ব্যবস্থাপক (গবেষণা) হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ইহাও স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষকে ৬২৫—১৩১৫ টাকার স্কেলে দুইটি বিশেষ ইনক্রিমেন্ট ও দুইটি মুক্তিযোদ্ধা ইনক্রিমেন্টসহ তাহার বেতন ৮০৫ টাকায় নির্ধারণ করিয়া চাকুরীতে নিয়োগের তারিখ হইতে স্থায়ী করা হয়। পরবর্তীতে তিনি ১-৭-৮৫ ইং তারিখ হইতে ১৩৫০—২৭৫০ টাকার স্কেলে সহকারী ব্যবস্থাপক (উৎপাদন) হিসাবে ১-৭-৮৮ ইং তারিখ হইতে ১৬৫০—৩০২০ টাকার স্কেলে এবং সহকারী ব্যবস্থাপক (গবেষণা) হিসাবে ২৮-৭-৯১ ইং তারিখ হইতে উক্ত স্কেলে বেতন পাইয়া ১-১-৯৩ ইং তারিখ ২৮৫০—৫১৫০ টাকার স্কেলে প্রথম পক্ষের বেতন মোট ৩,৯৮৫ টাকা উন্নীত হয়।

দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষকে ১৭-১২-৮১ ইং তারিখ ৪৭০—১১৩৫ টাকার স্কেলে সহকারী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগদান করা হয়। পরবর্তীতে তাহার চাকুরী স্থায়ী (confirm) করার সময় সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে তাহাকে চাকুরীতে যোগদানের তারিখ হইতে দুইটি ইনক্রিমেন্টসহ ৬২৫—১৩১৫ টাকার স্কেলে বেতন নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিজেএমসি'র নিরীক্ষা আপত্তির প্রেক্ষিতে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যোগদানের তারিখ হইতে প্রথম পক্ষের বেতন ৪৭০—১১৩৫ টাকার স্কেলে পুনঃনির্ধারণপূর্বক অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ কর্তনের নির্দেশ প্রদান করা হয়। প্রথম পক্ষের চাকুরী স্থায়ী করার সময় তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে তাহাকে দুইটি ইনক্রিমেন্ট আইনানুযায়ী প্রদান করা হইয়াছে কিনা উহাই এই মোকদ্দমার মূল বিচার্য বিষয়। তা'ছাড়া প্রথম পক্ষ একজন শ্রমিক কিনা এবং তাহার এই মোকদ্দমা দায়ের করা অধিকার আছে কিনা ও মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কিনা তাহাও বিচার্য বিষয়।

উভয় পক্ষে এই মোকদ্দমায় একজন করিয়া স্বাক্ষী পরীক্ষা করিয়াছেন। প্রথম পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী প্রথম পক্ষ নিজে জেরার সময় স্বীকার করেন যে, তিনি বিজেএমসি'র অফিসার্স এসোসিয়েশনের সদস্য এবং শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য নন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তিনি শুধু জুট স্পিনারদের কাজই তদারকি করিতেন না, সব সাইডে টেকনিক্যাল কাজও তদারকি করিতেন।

দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী মোঃ ইনজার আলী, উচ্চমান সহকারী, তাহার জবানবন্দিতে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-ক ও খ সিরিজ প্রমাণ করেন। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষকে সহকারী উৎপাদন কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগদান করা হয় এবং পরবর্তীতে তিনি সহকারী ব্যবস্থাপক (গবেষণা) হিসাবে কর্মরত ছিলেন। প্রথম পক্ষ জেরার সময় স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহাকে ১৩-৭-৮৮ ইং তারিখ এবং ৮-১০-৮৮ ইং তারিখের কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশ হইতে দেখা যায় যে, উৎপাদন কম হওয়ার অভিযোগে প্রথম পক্ষকে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়। প্রথম পক্ষ উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করিয়া ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন কি কারণে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় তাহারা পৌঁছাইতে পারেন নাই। সেখানে তিনি কোথাও উল্লেখ করেন নাই যে, উৎপাদন কম হওয়ার দায়-দায়িত্ব তাহার না। ২৩-১২-৮৫ ইং তারিখের ১৬৮/৮৫ নম্বর অফিস আদেশ এবং ১৪-৪-৮৭ ইং তারিখের ১১৭/৮৭ নম্বর অফিস আদেশ, প্রদর্শনী-খ সিরিজ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে "সি" শিফটের (মিল সাইড) এবং "এ" শিফটের (মিল সাইড) দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। উক্ত আদেশ হইতে পরিস্কারভাবে দেখা যায় যে, সহকারী উৎপাদন কর্মকর্তা হিসাবে প্রথম পক্ষকে উৎপাদনের একটি শিফটের দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে। তাছাড়া প্রথম পক্ষের নিয়োগ পত্র, প্রদর্শনী-১ হইতে দেখা যায় যে, তাহাকে সহকারী উৎপাদন কর্মকর্তা হিসাবেই নিয়োগদান করা হয় এবং তিনি কর্মকর্তা হিসাবেই শ্রমিকদের কাজের তদারকি করেন। আর আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, জেরার সময় তিনি নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি বিজেএমসি'র অফিসার্স এসোসিয়েশনের সদস্য, শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য নন। তাই কোন ভাবেই বলা যায় না যে, প্রথম পক্ষ একজন শ্রমিক।

যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রত্যয়ন পত্র, প্রদর্শনী-৩ হইতেও প্রমাণিত হয় যে, প্রথম পক্ষ একজন কর্মকর্তা নন। উক্ত প্রত্যয়ন পত্র, প্রদর্শনী-৩ হইতে দেখা যায় যে, মহা-ব্যবস্থাপক (গবেষণা) এই মর্মে প্রত্যয়ন করিয়াছেন যে, প্রথম পক্ষ একজন প্রাতিষ্ঠানিক সনদপ্রাপ্ত জুট টেকনোলজিষ্ট এবং চাকরীর শুরু হইতে তাহার কাজের ধরণ কারিগরী। কিন্তু চাকুরীর শুরু হইতে প্রথম পক্ষের কাজের ধরণ যে কারিগরী ছিল এমন কোন প্রমাণ প্রথম পক্ষ দিতে পারেন নাই। তাই প্রথম পক্ষ একজন শ্রমিক নন বিধায় বর্তমান মোকদ্দমা দায়ের করার তাহার কোন কারণ বা অধিকার নাই এবং মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না। আর প্রথম পক্ষকে তাহার নিয়োগের তারিখ হইতে কেন দুইটি বিশেষ ইনক্রিমেন্ট প্রদান করিয়া ৪৭০—১১৩৫ টাকার স্কেল হইতে ৬২৫—১৩১৫ টাকার স্কেলে বেতন নির্ধারণ করা হইয়াছিল তাহাও বোধগম্য নহে। নিরীক্ষা আপত্তির প্রেক্ষিতে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা যায় যে, দুইটি ইনক্রিমেন্টসহ ৬২৫—১৩১৫ টাকার স্কেলে প্রথম পক্ষের বেতন নির্ধারণ করা বিধি সম্মত হয় নাই এবং সেই মোতাবেক তাহার বেতন ৪৭০—১১৩৫ টাকার স্কেলে পুনঃ নির্ধারণ করিয়া অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ কর্তনের নির্দেশ প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশে বে-আইনীর কিছু নাই।

অতএব উপরের আলোচনার আলোকে এবং দাখিলী কাগজ পত্র পর্যালোচনা করিয়া ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ একজন শ্রমিক নন বিধায় তাহার এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন অধিকার নাই এবং মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না। আর হিসাব নিরীক্ষার আপত্তির প্রেক্ষিতে প্রথম পক্ষের বেতন স্কেল পুনর্নির্ধারণ করিয়া তাহার অতিরিক্ত

প্রদত্ত অর্থ কর্তনের যে, আদেশ প্রদান করা হইয়াছে উহাতেও বে-আইনীর কিছু দেখি না এবং উক্ত আদেশে হস্তক্ষেপ করার আইনসংগত কোন কারণ নাই। উপরোক্ত অবস্থার আলোকে প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তবে তাঁহারা কোন লিখিত মতামত দাখিল করেন নাই।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে ডিসমিস হইল। অবস্থার বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
তারিখঃ ২২-৫-৯৫

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।